দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রয়োজন

-------চবিতে সেমিনারে বক্তারা

॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষার জন্য শিক্ষাঙ্গন' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির কারণে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা বিরাজ করছে। শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এ লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। তাঁরা বলেন, ছাত্র রাজনীতি হতে হবে ছাত্রদের ও শিক্ষাঙ্গনের কল্যাণের স্বার্থে। বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে এ (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(১৬শ পৃঃ পর)

সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ইমেরিটাস প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে একটি দেশের মূল চালিকা শক্তি। তাই এখানে রাজনীতির নামে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করা কোনক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গন হচ্ছে শিক্ষার জন্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নেতিবাচক রাজনৈতিক চর্চা পরিহার করে ক্যাম্পাসে সকল দল ও মতের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এহসান জুয়েলের পরিচালনায় সেমিনারে মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এমএ মালেক, দি পিপলস ভিউ'র সম্পাদক ওসমান গনি মনসুর, সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর মো. জাকির হোসেন, সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন, বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি ও চাকসু'র সাবেক ভিপি এসএম ফজলুল হক, চাকসু'র সাবেক ভিপি মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী, চিটাগাং উইমেন চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মনোয়ারা হাকিম আলী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মইনুল ইসলাম মাহমুদ, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এজাজ ইউসুফী, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সহ-সভাপতি ড. মঞ্জুরুল আমিন চৌধুরী, ওয়েস্টার্ন মেরিন সার্ভিসের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী সাজিদ হোসেন, চাকসু ভিপি এম নাজিম উদ্দিন প্রমুখ। সেমিনারে বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকদের ব্যবসায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে। আর এটি সম্ভব হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোন ধরনের সেশনজট থাকবে না বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

পরে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১০ দফা প্রস্তাব ভিসির কাছে উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে রয়েছে - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির আমূল সংস্কার, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন, শিক্ষার্থীদের জন্য রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক করা, প্রতিটি বিভাগ ও হলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান, প্রতিটি বিভাগে একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু প্রভৃতি।